০২-০৯-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা নিজেরা সকলেই ভাই - ভাই, তাই তোমাদের রুহানী স্নেহে থাকতে হবে, সুখদায়ী হয়ে সকলকে সুখ দিতে হবে, গুণগ্রাহী হতে হবে ।"

প্রশ্ন :- নিজেদের মধ্যে রুহানী ভালোবাসা না থাকার কারণ কি ? রুহানী প্রেম কিভাবে হবে ?

উত্তর :- দেহ - অভিমানের কারণে যখন একে অপরের দোষ দেখতে থাকে, তখনই রুহানী প্রেম আর থাকে না । যখন আত্ম - অভিমানী হতে পারে, নিজের দোষ দূর করার প্রবণতা থাকে, সতোপ্রধান হওয়ার লক্ষ্য থাকে, মিষ্টি - সুখদায়ী হতে পারে, তখনই নিজেদের মধ্যে অনেক প্রেম থাকে । বাবার শ্রীমত হলো - বাচ্চারা কারো অপগুণ দেখো না । গুণবান হওয়ার আর গুণবান তৈরী করার লক্ষ্য রাখো । সবথেকে বেশী গুণ এক বাবার মধ্যেই আছে, বাবার গুণ ধারণ করতে থাকো আর সমস্ত কথা ছেড়ে দাও, তাহলেই প্রেমের সাথে থাকতে পারবে ।

ওম শান্তি । এখন বাচ্চারা তোমরা এইকথা জানো যে, বেহদের বাবা আমাদের সতোপ্রধান বানাচ্ছেন, আর মূল যুক্তির কথা বলছেন । বাবা বসে বাচ্চাদের এই শিক্ষা দেন যে তোমরা হলে ভাই - ভাই, নিজেদের মধ্যে তোমাদের অনেক রুহানী প্রেম থাকা প্রয়োজন । আগে তোমাদের বরাবর ছিলো, এখন তা আর নেই । মূলবতনে তো প্রেমের কোনো কথাই থাকে না । তাই বেহদের বাবা বসে শিক্ষা দেন । বাচ্চারা ....আজ কাল ...আজ কাল করে করে সময় চলে যাচ্ছে । দিন - মাস - বছর চলে যাচ্ছে । বাবা বোঝাচ্ছেন - তোমরাই এই লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলে । এইকথা তোমাদের কে বলেছেন ? বাবা বলেছেন । এরপর তোমরা কিভাবে নীচে নেমে আসো । উপর থেকে নীচে আসতে আসতে সময় চলে যাচ্ছে । সেইসব দিন - মাস - বছর এবং সময় সব চলে গেছে । তোমরা জানো যে আমরা আগে সতোপ্রধান ছিলাম । নিজেদের মধ্যে অনেক ভালোবাসা ছিলো । বাবা ভাইদের শিক্ষা দিয়েছেন । তোমাদের ভাই - ভাইয়ের মধ্যে অনেক ভালোবাসা থাকার প্রয়োজন । আমি তোমাদের সকলের বাবা । তোমাদের এম - অবজেক্ট হলো - সতোপ্রধান হওয়া । তোমরা বুঝতে পারো যে - যত আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে থাকবো, ততই খুশীতে গদগদ হতে থাকবো । আমরা একসময় সতোপ্রধান ছিলাম । ভাই - ভাই নিজেদের মধ্যে অনেক প্রেমের সথে থাকতাম । এখন বাবার কাছে জানতে পেরেছি, আমরা দেবতারাও নিজেদের মধ্যে অনেক প্রেমের সাথে চলতাম । স্বর্গের দেবতাদের অনেক মহিমা । আমরা সেখানকার নিবাসী ছিলাম । তারপর নীচে নেমে এসেছি । প্রথম দিন থেকে আজ পাঁচ হাজার বছরের অল্প কিছু বাকি আছে । শুরু থেকে তোমরা কিভাবে অভিনয় করে এসেছো - এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে দেহ - অভিমানের কারণে একে অপরের সাথে সেই ভালোবাসার সম্পর্ক আর নেই । একজন আর একজনের দোষই দেখতে থাকে । তোমরা আত্ম - অভিমানী ছিলে তাই কারোর দোষ দেখতে না যে ...অমুকে এমন, ওর মধ্যে এই অপগুণ আছে । নিজেদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো । এখন সেই অবস্থা ধারণ করতে হবে । এখানে তো একজন আর একজনকে ওই দৃষ্টিতে দেখে, লড়াই ঝগড়া করে । এখন এইসব কি করে বন্ধ হবে । এইকথা বাবা বসে বোঝান । বাচ্চারা তোমরা সতোপ্রধান পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে, তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামতে নামতে তমোপ্রধান হয়ে গেছো । তোমরা কেমন মিষ্টি ছিলে, এখন আবার তেমন মিষ্টি হও । তোমরা ছিলে সুখদায়ী এখন দুঃখদায়ী হয়েছো । রাবণ রাজ্যে একজন আর একজনকে দুঃখ দেওয়ার জন্য কাম - কাটারি চালাতে থাকো । যখন সতোপ্রধান ছিলে তখন কাম - কাটারি

চালাতে না । এই পাঁচ বিকার তোমাদের কত বড় শত্রু । এ হলো বিকারী দুনিয়া কারণ এখন হলো রাবণ রাজ্য । এও তোমরা জানো যে রামরাজ্য আর রাবণরাজ্য কাকে বলা হয় । আজ – কাল করে করে সত্যযুগ সম্পূর্ণ হয়েছে । ত্রেতা , দ্বাপরও পূর্ণ হয়েছে, এখন কলিযুগও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । এখন তোমরা নীচে নামতে নামতে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছো । তোমাদের সেই রুহানী খুশী হারিয়ে গেছে । এখন তোমাদের আবার সতোপ্রধান হতে হবে । আমি যখন এসেছি তখন অবশ্যই তোমাদের সতোপ্রধান করবো ।

এও বাবা বুঝিয়ে বলেন - বাচ্চারা, যখন পাঁচ হাজার বছর পরে সঙ্গমযুগ আসে, তখন আমি আসি । তোমাদের বোঝাই, আবার সতোপ্রধান হও । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । যত স্মরণ করতে থাকবে, তত দোষ দূর হয়ে যাবে । তোমরা যখন সতোপ্রধান দেবী – দেবতা ছিলে তখন তোমাদের মধ্যে কোনো দোষ ছিলো না । এখন এই দোষ কি করে দূর হবে ? আত্মারই অশান্তি হয় । এখন নিজের অন্দরে দেখা উচিত যে আমরা কেন অশান্ত হয়েছি ? যখন আমরা ভাই – ভাই ছিলাম তখন আমাদের মধ্যে অনেক প্রেম ছিলো । এখন আবার সেই বাবা এসেছেন । তিনি বলেন, নিজেদের আত্মা ভাই – ভাই মনে করো । একজন আর একজনের প্রতি অনেক প্রেম রাখো । দেহ – অভিমানে আসার ফলে একজন আর একজনের দোষ বের করতে থাকে । এখন বাবা বলেন যে তোমরা উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো । তোমরা জানো যে, নতুন দুনিয়ার জন্য বাবা তোমাদের আশীর্বাদী বর্সা দিয়েছিলেন, একুশ জন্মের জন্য একদম ভরপুর করে দিয়েছিলেন। এখন বাবা যখন আবার এসেছেন, তখন কেন আমরা তাঁর মতে চলে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্সা নেবো না । তোমরা মিষ্টি – মিষ্টি বাচ্চারা কত অডল ছিলে । তোমাদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিলো না । তোমরা কারোর নিন্দা করতে না । এখন তোমাদের কিছু না কিছু আছে । এইসব ভুলে যাওয়া চাই । আমরা সবাই ভাই – ভাই । এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । ব্যস, এই সতর্কতা থাকা উচিত যে, আমরা যাতে খুব তাড়াতাড়ি সতোপ্রধান হতে পারি । অমুকে এমন, সে এই কথা বললো ....এইসব কথা ভুলে যাও । এইসব এখন ছাড়ো । বাবা বলেন – নিজেকে আত্মা মনে করো । সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো । অন্যের অপগুণ দেখো না । দেহ – অভিমান আসার কারণেই মানুষ অপগুণ দেখতে থাকে । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । ভাই – ভাইকে দেখলে গুণই দেখতে থাকবে । অপগুণ দেখা উচিত নয় । সবাইকে গুণবান করার চেষ্টা করো তাহলে কখনোই দুঃখ হবে না । যদিও কেউ উল্টোপাল্টা কিছু করে, বোঝা যায় যে রজো বা তমোপ্রধান অবস্থা, তাহলে তাদের চালচলন এমনই হবে । নিজেকে দেখতে হবে যে আমরা কত পর্যন্ত সতোপ্রধান হয়েছি ? সবথেকে বেশী গুণ বাবার মধ্যে আছে । তাই বাবার থেকেই গুণ গ্রহণ করো, আর সব বিষয় ছেড়ে দাও ।অপগুণ ছেড়ে গুণ ধারণ করো । বাবা কত গুণবান করেন । তিনি বলেন বাচ্চারা তোমাদেরও আমার সমান হতে হবে । বাবা তো সদাই সুখদায়ী, তাই না ? তাই সদা সুখ দেওয়ার আর সতোপ্রধান হওয়ার ইচ্ছা রাখো, আর কোনো কথাই শুনো না । কারো গ্লানি ইত্যাদি করো না । সবার মধ্যেই কিছু না কিছু দুর্বলতা অবশ্যই আছে । দুর্বলতাও এমন আছে যে নিজেই বুঝতে পারে না । অন্যে বুঝতে পারে যে এর মধ্যে এই এই দুর্বলতা আছে । নিজেকে তো খুব ভালো মনে করে, কিন্তু কোথাও না কোথাও উল্টো কথা বেরিয়ে যায় । সতোপ্রধান অবস্থায় এমন হয় না । এখানে তোমাদের মধ্যে এখনো দুর্বলতা আছে, কিন্তু না বোঝার কারণে নিজেদের মিয়া – মিঠু (অতি চালাক, সবজান্তা) মনে করে । বাবা বলেন মিয়া – মিঠু তো আমি একজনই । তোমাদের সকলকে মিষ্টি বানাতে এসেছি, তাই যা যা অপগুণ আছে তা ছেড়ে দাও । নিজের দোষ দেখো, যে আমরা মিষ্টি – মিষ্টি

রুহানী বাবাকে কতটা ভালোবাসি ? কতটা নিজেকে বুঝতে পারি আর কতটা অন্যকে বোঝার ক্ষমতা রাখি ? দেহ – অভিমানে এসে গেলে কিন্তু কোনো লাভ হবে না । বাবা বলেন যে তোমরা অনেকবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়েছো । এখন আবার তা হও । শ্রীমতে চলে আমাকে স্মরণ করো । তোমাদের মাথার উপর পাপের অনেক বোঝা আছে, সেই পাপ দূর করার চিন্তা থাকা চাই । দেবতাদের সামনে গিয়ে মানুষ বলে যে আমি পাপী, কেননা দেবতাদের মধ্যে পবিত্রতার আকর্ষণ আছে, তাই তাঁদের মহিমা গাওয়া হয় । আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ .....। তারপর ঘরে এসেই সব ভুলে যায় । দেবতাদের কাছে গেলে যেন তাদের নিজেদের উপরেই ঘৃণা আসে । তারপর ঘরে ফিরে এলে আর কোনো ঘৃণা থাকে না । এমন খেয়ালও মনে আসে না যে এদের এমন কে বানায় ?

এখন বাবা বলেন যে বাচ্চারা, এখন এই পড়া পড় । দেবতা হতে গেলে এই পড়া পড়তে হবে । শ্রীমতে চলতে হবে । প্রথমে বাবা বলেন যে নিজেকে সতোপ্রধান বানাতে হবে তাই আমাকে স্মরণ করো । দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে । ভাই – ভাই মনে করে এক বাবাকে স্মরণ করো । বাবার থেকে এই আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । এও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । মানুষ তাঁর স্তুতি করে, আবার অন্যদিকে গ্লানিও করে থাকে কেননা তারা কিছুই জানে না । বলে ভগবান কুকুর – বিড়াল সবের মধ্যেই আছে, সকলেই পরমাত্মার রূপ । যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা করতে হবে । আগেও তোমরা এমনই স্মরণ করতে । কিন্তু সে ছিলো ব্যভিচারী স্মরণ, তোমরা তখন অনেককে স্মরণ করতে । এখন বাবা বলেন যে অব্যভিচারী স্মরণে থাকো, কেবল আমাকেই স্মরণ করো । ভক্তিমার্গে যাঁকে তোমরা স্মরণ করে এসেছো -- এখন সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । আত্মা যখন তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন নিজে তমোপ্রধান হয়ে তমোপ্রধানকেই স্মরণ করতে থাকে । এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে । সেখানে কোনো ভক্তি থাকে না যে স্মরণ করতে হবে । বাবা বোঝান যে বাচ্চারা, ব্যস, এই সতর্কতা রাখো যে আমরা কি করে সতোপ্রধান হতে পারবো ?

জ্ঞান তো খুবই সহজ । ব্যাজ দেখিয়েও তোমরা বোঝাতে পারো যে – ইনি হলেন বেহদের বাবা, এনার থেকেই এই আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় । বাবা এই স্বর্গের স্থাপনা করেন । সে তো তাহলে এখানেই হবে তাই না ? শিব – জয়ন্তী হলো স্বর্গ – জয়ন্তী । কি করে দেবতা হয় ? এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে এই পড়ার দ্বারাই দেবতা হওয়া যায় । সমস্তকিছুই পড়া এবং স্মরণের উপর নির্ভর করে । বাবার স্মরণের যাত্রায় থাকলে অন্য সব কথা ভুলে যাবে । বাবা বোঝাতে থাকেন, বাচ্চারা দেহ – অভিমান ত্যাগ করো । কারো কোনো দুর্বলতাকে দেখো না । অমুকে এমন, এই করে, এই কথায় কোনো লাভ নেই, এতে কেবল সময়ই নষ্ট । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে অনেক পরিশ্রম হয় । অনেক বিঘ্নও আসে । পড়াতে এতো তুফান বা ঝড় আসে না যা স্মরণে আসে । নিজেকে দেখতে হবে যে আমি কত পর্যন্ত বাবার স্মরণে থাকতে পারি । আমাদের বাবার প্রতি কতখানি ভালোবাসা আছে । ভালোবাসা এমন হওয়া উচিত যে – ব্যস, বাবার সঙ্গেই যেন আটকে থাকি । বাহ বাবা, তুমি আমাদের কত বুঝদার বানিয়েছো । উঁচুর থেকে উঁচু হলে তুমি, আর মনুষ্য সৃষ্টিতেও তুমি আমাদের কত উঁচু বানিয়েছো । এমনভাবে নিজের ভিতরে বাবার মহিমা করতে হবে । বাবা তুমি তো আশ্চর্য করে দাও । তোমাদের খুশীতে গদগদ হওয়া উচিত । বলে না – খুশীর মতো খাবার নেই, তাই বাবার মিলনেরও খুশী হয় । এই পড়ার ফলে আমরা এই হতে পারবো । এতে অনেক খুশী হওয়া চাই । বেহদের বাবা, সুপ্রীম বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । বাবা কত দয়ালু । আগেও ভগবানউবাচঃ এই অক্ষর

শুনতো, কিন্তু মিথ্যা হওয়ার কারণে মনে তা লাগতো না । যদি নুড়ি – পাথরে ভগবান থাকে তাহলে কি করে তিনি কথা বলবেন । তোমাদের বুদ্ধিতে অনেক নতুন নতুন কথা আছে, যা আর কারোর বুদ্ধিতে নেই । আগে তোমাদের এই দৈবী ঝাড় বাড়তে থাকবে । বাবা বলেন যে, সবাইকে খবর দাও যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে যদি স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে, আর কোনো ধর্মস্থাপক এমন কথা বলতে পারে না, এইজন্য তাদের পয়গম্বর বা ম্যাসেঞ্জারও বলা যাবে না । খবর তো একমাত্র বাবাই দেন যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই সতোপ্রধান হতে পারবে, আর সতোপ্রধান দুনিয়াতে আসতে পারবে । এ হলো বাবার কথা । সব জায়গায় এই খবর লিখে দাও । সমস্তকিছুই এর উপর । ইউরোপিয়ান লোকেদের জন্য এই চক্র আর ঝাড়ে সমস্ত জ্ঞান আছে । তাদের এই কথা বলতে হবে যে এই পৃথিবীর হিস্ট্রি – জিওগ্রাফী কিভাবে রিপিট হচ্ছে, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে । অমরনাথ বাবা এই সত্যিকারের অমর কথা শোনাচ্ছেন, অমরপুরীতে নিয়ে যাবার জন্য । সে হলো অমরলোক । আর এ হলো নীচ মৃত্যুলোক । সিঁড়ি আছে না । এখন আমরা ওপরে যাবো তারপর নম্বর অনুসারে আসবো । সবসময় ভাবো যে শিববাবা তোমাদের শোনাচ্ছেন, তাঁকে স্মরণ করতে থাকলেই খুশীতে থাকতে পারবে । শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে বাচ্চারা তোমাদের পড়ান, এরা হলো আশ্চর্য যুগল । বাবা এনাকে বলেন, "তুমি হলে আমার স্ত্রী ।" তোমার দ্বারাই আমি দত্তক নিই । তারপর মায়েদের সামলানোর জন্য দত্তক নেওয়া বাচ্চাদের মধ্যে একজনকে রাখা হয় । এই ব্রহ্মপুত্র হলো সবথেকে বড় নদী । ত্বমেব – মাতাশ্চ পিতা একেই বলা হয় । বাবা নিজেই বলেন – আমি চলতে ফিরতে খুব খুশীর সঙ্গেই বাবাকে স্মরণ করি । স্মরণে যতই পায়ে হেঁটে চলো, কখনো পরিশ্রান্ত হবে না । যত স্মরণ করতে থাকবে ততই চমক আসতে থাকবে । খুশীতে মানুষ তীর্থে কত দৌড়ে দৌড়ে ওপরের দিকে যায় । এ সবই হলো ভক্তিমার্গের ধাক্কা । এও এক খেলা -- ভক্তি হলো রাত । এখন তোমাদের জন্য দিন । আচ্ছা !

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার প্রতি এমন ভালোবাসা রাখতে হবে – যেন বাবার সাথেই সর্বদা আটকে থাকো । দিন – রাত বাবারই মহিমা করতে হবে । খুশীতে গদগদ থাকতে হবে ।

২) এক বাবার অব্যভিচারী স্মরণে থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । কখনোই মিয়া – মিঠু (অতি চালাক) হবে না । বাবার মতো মিষ্টি হতে হবে ।

বরদান :- সাধনের বশীভূত হওয়ার পরিবর্তে তাকে ব্যবহার করে মাস্টার ক্রিয়েটার হও ।

সাইন্সের সাধন যা তোমাদের কাজে আসছে, নাটকের নিয়ম অনুসারে তখনই তা টাচ্ হয় যখন বাবার প্রয়োজন হয় । কিন্তু এই সাধন ব্যবহার করে তার বশ হয়ে যেও না । কোনো সাধনই যেন তোমাদের আকর্ষণ না করে । মাস্টার ক্রিয়েটার হয়ে ক্রিয়েশনের লাভ নাও । যদি এই সাধনের বশীভূত হয়ে যাও তাহলে তা দুঃখ দেবে, তাই সাধন ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে সাধনা যেন নিরন্তর চলতে থাকে ।

স্লোগান :- নিরন্তর যোগী হতে গেলে হদের 'আমি আর আমিত্ব' ভাবকে বেহদে পরিবর্তন করো ।